হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
বাংলাদেশ
মিডিয়া কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০৭/২৪১০২০০৯

৪ জিলক্বদ, ১৪৩০ হিজরী
২৪ অক্টোবর, ২০০৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকা হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ করেছে; বাংলাদেশের মুসলিমদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার হীন চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তার পথের বাঁধা অপসারণ করতেই এই সিদ্ধান্ত

গত বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর, ২০০৯ ক্রুসেডারদের মোড়ল আমেরিকা হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এবং দলের সকল কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষনা দিয়েছে। কারণ, আমেরিকা বুঝতে পেরেছে যে, হিযবুত তাহ্‌রীরের রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সকল পরিকল্পনার ব্যাপারে নিখুঁত বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং মুসলিম উম্মাহকে কুফর শক্তির অধীনস্থ করার সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার মতো সৎ সাহস। আমেরিকা এটাও লক্ষ্য করেছে যে, কিভাবে হিযবুত তাহ্‌রীর স্বচ্ছ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ দেশের জনগণের কাছে সফলভাবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিডিআর ধ্বংসের পরিকল্পনাকে উম্মোচন করেছে। কুফর শক্তি আমেরিকা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এবং তারা জানে যে, হিযবুত তাহ্‌রীর আমেরিকার এই ভয়ঙ্কর এ পরিকল্পনার পথে বিরাট অন্তরায়। মূলতঃ এ কারণেই আমেরিকা হিযবুত তাহ্‌রীরের কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং দলীয় মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদকে গৃহবন্দী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্রুসেডার আমেরিকার হিযবুত তাহ্‌রীর ভীতি তখনই নিশ্চিত হয়েছে, যখন তাকে দেখা গেছে ত্বড়িৎ গতিতে তাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাক-স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এদেশে তার একনিষ্ঠ দালাল সরকারের মাধ্যমে হিযবুত তাহ্‌রীরের মুখপাত্রকে মিডিয়ার সামনে বক্তব্য রাখতে বাঁধা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর এদেশের বুদ্ধিজীবি, আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদ এবং ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ সহ সকল স্তরের জনগণকে পরিস্কারভাবে বলতে চায় যে, কুফর শক্তি আমেরিকা এদেশে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সফল করতে পুরোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু আমেরিকা ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার পর এবং তার হাত লক্ষ-কোটি মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত করার পর এখন বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। আমেরিকা এ দেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। সম্প্রতি আমেরিকা বাংলাদেশ সরকারকে এ অঞ্চলে তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য কক্সবাজারে একটি বিমান ঘাঁটি তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সাথে বঙ্গোপসাগরে তার নৌবহরের উপস্থিতি নিশ্চিত করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে আমেরিকার। উপরন্তু, এ মাসের প্রথম দিকে আমেরিকা এটাও ঘোষনা দিয়েছে যে, আগামী নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে 'টাইগার শার্ক' নামে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে আমেরিকা জাতিসংঘ শান্তিমিশনে আরো সেনাসদস্য প্রেরণ করার নির্দেশ দেবার লক্ষ্যে এদেশের সরকার প্রধানকে ওয়াশিংটনে তলব করে। যেন মুসলিম সেনাবাহিনী সামান্য কিছু ডলারের বিনিময়ে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করে যেমন, আফ্রিকার হীরার খনি সমূহ পাহারা দেয়, যাতে করে আমেরিকার নিজস্ব সেনা বাহিনী সারা বিশ্বে মুসলমানদের উপর বিনা বাধায় নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে পারে। এ সমস্ত কিছু ছাড়াও আমেরিকা 'টিফা'র মত বিভিন্ন চুক্তি বাংলাদেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে যেন সে এদেশের অর্থনীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ এবং এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করতে পারে। সবকিছুর উপরে হিযবুত তাহ্‌রীর এদেশে ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তা নস্যাৎ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে আমেরিকা কারণ ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌'র ইচ্ছায় হিযবুত তাহ্‌রীর তার অভিষ্ট লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

হে মুসলিমগণ! আমেরিকা এদেশের শত্রু। আপনারা কোন রাজনৈতিক দলের অংশ হোন বা না হোন, আপনারা হিযবুত তাহ্‌রীর, আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি'র সদস্য হোন বা না হোন, আমেরিকা আপনাদের বিরুদ্ধেই এ সমস্ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। আমেরিকা হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ ঘোষনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ হিযবুত তাহ্‌রীর ইসলামের জন্য এবং জনগণের স্বার্থে মুসলিম উম্মাহ্‌'র বিরুদ্ধে সকল চক্রান্তকে উম্মোচন করার লক্ষ্যে তাদের জীবনকে উৎসর্গিত করেছে। সুতরাং, আপনারা আপনাদের শত্রু আমেরিকা এবং তার স্বার্থ রক্ষাকারী দালাল সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন। অন্যথায়,

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Mohiuddin.ahmed.iba@gmail.com
www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info

আপনাদের নীরবতা আমেরিকাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে এবং তাকে তার সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সাহস যোগাবে।

হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ করা এবং তার দলীয় মুখপাত্রকে গৃহবন্দী করার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা ও তার অনুগত এ দেশের দালাল সরকারের জেনে রাখা উচিত যে, মুশরিক-কুরাইশরাও মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের মুক্ত করেছিলেন এবং সেইসাথে তিনি দ্বীন ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেছিলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"নিশ্চয়ই, আল্লাহতায়ালা রক্ষা করেন মুমিনদেরকে। এবং তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।" [সূরা হজ্জ্ব : ৩৮]

আমেরিকা ও তার দোসরদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং এবং মুসলিম উম্মাহ্‌ই হচ্ছে হিযবুত তাহ্‌রীরের সাহায্যকারী। অন্যদিকে আমেরিকা ও তার দালালদের সাহায্যকারী হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌'কে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে সে নিশ্চয়ই প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।" [সূরা আন-নিসা : ১১৯]

হে বুদ্ধিজীবি, আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদ এবং ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ! বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই আমেরিকাকে রুখে দিন। ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে আমেরিকা যেভাবে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে তেমনি ভাবে এদেশরে মাটিতে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করার পূর্বেই আপনারা তার চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিন। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিযবুত তাহ্‌রীরের পাশে এসে দাঁড়ান এবং হিযবুত তাহ্‌রীরকে আপনাদের সমর্থন দেন। খিলাফত কুরআন-সুন্নাহ্‌ বাস্তবায়ন করবে, একটি শক্তিশালী সেনা বাহিনী গঠন করবে এবং মুসলিম ভূমি থেকে মার্কিন-ভারত-বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণ চিরতরে নির্মূল করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"হে মুমিনগণ! যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে তাতে তোমরা সাড়া দাও।" [সূরা আনফাল : ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২
Mohiuddin.ahmed.iba@gmail.com
www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info